শরিয়তপুরে র‍্যাবের বিরুদ্ধে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

শরিয়তপুর সদর উপজেলার বিনোদপুর চরেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মোঃ আফজাল খান (২১) ১৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে র‍্যাব-৮-এর একটি দলের হাতে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর নির্যাতনের ফলে আফজাল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ মার্চ মারা যান বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* সরেজমিনে ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করে।
তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার*

- আফজালের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
- হাসপাতালের চিকিৎসক এবং
- হাসপাতালে লাশকাটার কাজে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে।

খাদিজা বেগম (৪৬), নিহত আফজাল খানের মা

আফজাল খানের মা খাদিজা বেগম *অধিকার*কে জানান, তিনি তাঁর স্বামী, ছেলে আফজাল ও দুই মেয়ে নিয়ে ঢাকার সাভার উপজেলার গাজীরচর এলাকায় থাকেন। তিনি বলেন, তাঁদের স্থায়ী বাড়ী শরিয়তপুর সদর উপজেলার বিনোদপুর চরেরকান্দি গ্রামে। খাদিজা বলেন, তাঁদের পাশের গ্রাম মাহমুদপুরের বাসিন্দা ডাক্তার গণেশ তাঁর ছেলে আফজালের নামে ২০০৬ সালে একটি মিথ্যা অস্ত্র মামলা দায়ের করলে শরিয়তপুরের পালং থানার পুলিশ আফজালকে গ্রেপ্তার করে ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়। তিনি বলেন, পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর আফজালকে মাসে তিনবার আদালতে হাজিরা দিতে হতো। তিনি আরো বলেন, আফজাল ঢাকার সাভারের নবীনগর এলাকায় ফেরী করে ফল বিক্রি করতো। ঢাকায় থাকার কারণে ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিনগুলোতে আদালতে হাজিরা দিতে না পারায় তাঁর ১৪ বছরের জেল হয়। খাদিজা বেগম জানান, শরিয়তপুর থেকে সের জামাল নামে আফজালের এক বন্ধু তাঁদের সাভারের বাসায় বেড়াতে আসেন এবং ৪ দিন থাকার পর ১৭ মার্চ ২০০৮ সকালে আফজালকে নিয়ে শরিয়তপুরে তাঁদের গ্রামের বাড়ীতে যান। ১৮ মার্চ রাত ৮.০০টার পর তাঁর দেবরের ছেলে আজিজুল ফোনে তাঁদের জানায়, সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে শরিয়তপুরের মাহমুদপুর বাজারের গণেশ ডাক্তারের ওষুধের দোকানের পাশ থেকে র‍্যাব সদস্যরা আফজালকে গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রেপ্তারের পর পিটিয়ে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এ সংবাদ পেয়ে ১৯ মার্চ ২০০৮ তারিখে তিনি তাঁর মেয়ে শাহনাজ ও ডালিয়াকে নিয়ে ঢাকা থেকে সকাল ১১.০০টার দিকে শরিয়তপুর সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং হাসপাতালে পৌঁছে তাঁরা আফজালকে পুলিশ পাহারায় হাসপাতালের বিছানায় মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খাদিজা বলেন, ২ ঘন্টা ধরে চিকিৎসা দেওয়ার পরও আফজালের অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় কতর্ব্যরত ডাক্তার এম এ দাউদ আফজালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করার জন্য ছাড়পত্র দেন। তিনি বলেন, পুলিশের সহায়তায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আফজালকে স্থানান্তর করা হয়। আফজালের মা বলেন, রাত ৮.৩০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে আফজালকে বাচাঁনো সম্ভব হয়নি। র‍্যাব সদস্যদের প্রহারে আফজাল মারা গেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবী করেন।

আব্দুর রহমান (৪৭), নিহত আফজালের বাবা

আফজালের বাবা আব্দুর রহমান *অধিকার*কে জানান, তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার। তিনি বলেন, ১৮ মার্চ ২০০৮ রাত ১০.০০টার দিকে তাঁর বড় মেয়ে শাহনাজ তাঁকে ফোনে জানান, গ্রামের বাড়ীতে র‍্যাব সদস্যরা আফজালকে পিটিয়ে আহত করে করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘন্টাখানেক পর তিনি আবার ফোনে জানতে পারেন, শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে আফজালের যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না। ১৯ মার্চ ২০০৮ তারিখে পুলিশের সহযোগিতায় তাঁর স্ত্রী আফজালকে শরিয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। তিনি আরো জানান, ২০ মার্চ ২০০৮ তারিখে আফজাল র‍্যাবের নির্যাতনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ২১ মার্চ ২০০৮ দুপুর ১২.০০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে লাশ নিয়ে তাঁরা শরিয়তপুরে তাঁদের গ্রামের বাড়ীতে যান এবং সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে লাশের দাফন সম্পন্ন করেন। তিনি লাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে জানান, কপালের বামপাশে, দুই গালে, ঠোঁটে, দাঁতের মাড়িতে ও মাথার পিছনে জখম ছিল। ঘাড়টি বামদিকে মোচড় দিয়ে মটকানো ছিল এবং পেটে মাড়ানোর কারণে পেট ফুলে গিয়েছিল। পায়ের রগ কাটা ছিল এবং সেখানে রক্তের দাগ ছিল। আফজালকে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং এ হত্যাকান্ডে জড়িতদের শাস্তি দাবী করেন।

নাছিমা বেগম (১৯), নিহত আফজালের স্ত্রী

আফজালের স্ত্রী নাছিমা বেগম *অধিকার*কে জানান, তাঁর স্বামী ছিলেন একজন ফল ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আফজালের সুসম্পর্ক থাকার কারণে বিনোদপুর চরেরকান্দি এলাকার কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা তৈরী হয়, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দায়ের করেছিল। নাছিমা বলেন, আফজালের প্রতিপক্ষ ওইসব লোক র‍্যাবকে দিয়ে তাঁর স্বামীকে হত্যা করিয়েছে। তিনি বলেন, ১৮ মার্চ গ্রেপ্তারের সময় আফজাল র‍্যাব সদস্যদের হাতে কামড় দিলে র‍্যাব সদস্যরা পিস্তল দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁর মুখের আকৃতি নষ্ট করে ফেলে। তিনি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা তাঁর হাতগুলো ভেঙ্গে দেয় এবং সমস্ত শরীর পিটিয়ে জখম করে । নাছিমা বলেন, র‍্যাব সদস্যদের নির্যাতনে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবী করেন।

শাহনাজ আক্তার (২২), নিহত আফজাল খানের বোন

শাহনাজ আক্তার *অধিকার*কে জানান, র‍্যাব সদস্যদের হাতে গ্রেপ্তার-পরবর্তী নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়ে আফজাল শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন মর্মে খবর পেয়ে তিনি তাঁর মা ও ছোট বোন ডালিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ১৯ মার্চ ২০০৮ সকালে ঢাকা থেকে শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে যান। তিনি বলেন, হাসপাতালে পৌঁছে তাঁরা মৃতপ্রায় অবস্থায় আফজালকে হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন। শাহনাজ বলেন, ওই সময় ৪ জন পুলিশ সদস্য আফজালের পাহারায় ছিলেন। তিনি বলেন, পাহারারত পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, গ্রেপ্তারের সময় আফজাল র‍্যাব সদস্যদের লাথি মারার দায়ে র‍্যাব সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আফজালের দু'পায়ের গোড়ালির রগ কেটে দেয় এবং র‍্যাব সদস্যদের হাতে কামড় দেওয়ার কারণে আফজালের দুই গাল পিস্তলের বাট দিয়ে থেঁতলে দেয়। তিনি বলেন, দাঁতের মাড়ি জখম হওয়ায় আফজালের প্রতিটি দাঁত নড়বড়ে হয়ে যায়। শাহনাজ বলেন, পিস্তলের নল তাঁর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে খোঁচানোর কারণে মুখ খুললে তীব্র বেগে রক্ত বের হচ্ছিলো এবং টানাটানির কারণে তাঁর কান দুটি ফেটে গিয়েছিলো। মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করায় মাথা থেকে রক্ত ঝরছিলো। আফজালের বোন বলেন, আফজাল হাসপাতালের বিছানায় শুতে চাচ্ছিলো না বলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁর ঘাড় মটকে ভেঙ্গে দেয় এবং তখন থেকে আফজাল বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, পা দিয়ে মাড়ানোর ফলে তাঁর পেট ফুলে যায়। তিনি আরো বলেন, তাঁর দুই উরুতে জখমের চিহ্ন ছিলো এবং হাসপাতালের যে বিছানায় তিনি শুয়েছিলেন, সেখানেও রক্তের দাগ ছিলো। আফজালের চিকিৎসক ডাক্তার এম এ দাউদ তাঁকে জানান, ১৮ মার্চ ২০০৮ রাত ৯.৪০টায় হাসপাতালে ভর্তির পর অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা আফজালের পায়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারছিলেন না। তিনি বলেন, ডাক্তার দাউদ তাঁকে আরো জানান, আফজালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ২ ঘন্টা পরই তিনি আফজালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য ছাড়পত্র দেন। তিনি জানান, ডাক্তার এম এ দাউদ ১৮ মার্চ ১১.৪০টায় ছাড়পত্র দিলেও আফজালের কোন অভিভাবককে না

পেয়ে পুলিশ তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়নি। তিনি বলেন, পুলিশের সহযোগিতায় ১৯ মার্চ ২০০৮ সকাল ৮.৩০টায় তিনি আফজালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ৩২ নং ওয়ার্ডের ১৫ নম্বর বেডে ভর্তি করান। দ্রুত চিকিৎসা করা সত্ত্বেও পরদিন ২০ মার্চ দুপুর ১.১৫টায় আফজাল মারা যান।

সের জামাল (২৬), আফজালের বন্ধু

সের জামাল *অধিকার*কে বলেন, ১৪ মার্চ ২০০৮ তারিখে তিনি শরিয়তপুর থেকে ঢাকার সাভারে আফজালদের বাসায় বেড়াতে যান এবং ১৭ মার্চ আফজালকে সঙ্গে নিয়ে বিনোদপুর চরেরকান্দিতে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, ১৮ মার্চ ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬টার দিকে মাহমুদপুর বাজারের একটি দোকানের সামনে সাদা পোশাকধারী দু'জন লোক এসে আফজালকে জাপটে ধরে। সের জামাল বলেন, তিনি দুরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখেন, তাঁরা আফজালকে উপুড় করে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারছে এবং পিস্তল দিয়ে মাথায় আঘাত করছে।

সারোয়ার হোসেন (৩০), নিহত আফজালের বন্ধু ও প্রত্যক্ষদর্শী

আফজালের বন্ধু সারোয়ার হোসেন (৩০) জানান, ১৮ মার্চ দুপুরে আফজাল তাঁর বাড়ীতে খাবার খেয়ে বিকেলে মাহমুদপুর বাজারে যায়। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে দু'জন লোক আফজালকে দেখে ''ধর! ধর!'' বলে চিৎকার করে ওঠেন। একটু পরেই ওই দু'জন লোক আফজালকে ধরে ফেলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁদের হাত থেকে আফজালকে ছাড়াতে চাইলে পিস্তল বের করে তাঁরা তাঁকে গুলি করার ভয় দেখান। সারোয়ার বলেন, তাঁরা নিজেদের র‍্যাব সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন এবং র‍্যাবের জ্যাকেট পরে নেন। তিনি বলেন, হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তাঁরা আফজালকে বেদম মারধর করেন। তিনি আরো বলেন, এর পর আরো দু'জন র‍্যাব সদস্য সেখানে এসে হাজির হন এবং তাঁরাও আফজালকে পেটাতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, গ্রাম পুলিশের সহায়তায় ওই চারজন র‍্যাব সদস্য মাহমুদপুর বাজার সংলগ্ন খাল পার হয়ে আফজালকে বিনোদপুর চরেরকান্দি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নিয়ে যায়। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, কোথায় অস্ত্র, কোথায় তাঁর সহযোগীরা, ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে হাতে, পায়ে, মুখে ও মাথায় লাঠি, ইট ও তাদের কাছে থাকা হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে পেটাতে তারা তাঁকে তাদের গাড়ীতে টেনে তুলে নিয়ে জেলা সদরের দিকে নিয়ে যান।

হালিম সরদার (৫০), গ্রাম পুলিশ

মাহমুদপুর গ্রামের গ্রাম পুলিশের সদস্য হালিম সরদার *অধিকার*কে জানান, ১৮ মার্চ সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে তিনি মাহমুদপুর বাজারে আসেন। তিনি ''ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত ও সালিসী পরিষদ কার্যালয়''-এর সামনে আফজালকে দু'জন লোকের সাথে ধস্তাধস্তি করতে দেখেন। তিনি দেখতে পান, একজন লোক হ্যান্ডকাফ বের করে আফজালের হাতে লাগানোর চেষ্টা করছে এবং আফজাল ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁরা আফজালকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে পিস্তলের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় বারবার আঘাত করছে এবং পা দিয়ে তাঁর ঘাড় মাটিতে চেপে ধরছে। তিনি বলেন, তিনি আরো দেখতে পান, আফজাল ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করায় তারা তাঁর পা দু'টি বেঁধে মাথার চুল ধরে মাটিতে নাক-মুখ থেঁতলে দিচ্ছে। হালিম বলেন, লোকজন ভিড় করায় নিজেদের র‍্যাব সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁরা লোকজনকে গুলি করার ভয় দেখালে লোকজন ভয়ে বাজার ছেড়ে চলে যায়। তিনি বলেন, একজন র‍্যাব সদস্য গ্রাম পুলিশের খোঁজ করলে তিনি এগিয়ে গিয়ে আফজালকে ধরেন। হালিম আরো জানান, ৮/১০ মিনিট পরে আরো দু'জন র‍্যাব সদস্য ঘটনাস্থলে আসেন। র‍্যাব সদস্যরা এসে দোকানপাটে এলোপাতাড়ি আঘাত করে দোকানদারদের দোকানপাট বন্ধ করতে বাধ্য করে। মসজিদ থেকে মুসুল্লীরা এগিয়ে এলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁদেরও ধাওয়া করেন । আফজাল নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় মকবুল নামের এক র‍্যাব সদস্যের হাতে ৩/৪টি কামড় দেন। অন্য এক র‍্যাব সদস্যের ডান বাহুতে কামড় দিলে এক র‍্যাব সদস্য একটি লাঠি দিয়ে আফজালকে পেটাতে থাকেন। লাঠিটি ভেঙ্গে গেলে হলে তিনি আরেকটি লাঠি নেন এবং আফজালকে পেটাতে থাকেন। তিনি বলেন, ২০/২৫ মিনিট ধরে পেটানোর পর আফজালের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় এবং তিনি বমি করে দেন। তিনি আরো বলেন, আফজালের পায়ের গোড়ালি দিয়েও রক্ত ঝরতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, র‍্যাব সদস্যরা আফজালের বাম হাতটি উল্টো করে পা দিয়ে চেপে ধরে ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি বলেন, পরে যে দু'জন র‍্যাব

সদস্য আসে তারাও একইভাবে তাঁকে পেটাতে থাকেন। তিনি আরো বলেন, সন্ধ্যা ৬.৩০ টার দিকে তিনি র‍্যাব সদস্য ও গ্রেপ্তার অবস্থায় আফজালকে মাহমুদপুর বাজার থেকে নৌকা দিয়ে খাল পার করে বিনোদপুর চরেরকান্দি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পৌঁছে দেন।

মহিউদ্দিন (২২), প্রত্যক্ষদর্শী ও মালিক, লাকী টেইলার্স, মাহমুদপুর বাজার

মহিউদ্দিন *অধিকার*কে বলেন, ১৮ মার্চ ২০০৮ সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে দু'জন র‍্যাব সদস্য মাহমুদপুর বাজারে আফজালকে আটক করেন এবং বাম হাতে হ্যান্ডকাফ লাগান। মহিউদ্দিন বলেন, কিছুক্ষণ পরে আরো দু'জন সেখানে হাজির হন এবং তাঁর দোকন থেকে দু'টি লাঠি নিয়ে আফজালকে পেটাতে পেটাতে লাঠি দুটি টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তিনি আরো বলেন, পরে মার খেতে খেতে আফজাল একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেলে সন্ধ্যা ৬.৩০টার দিকে নৌকা দিয়ে খাল পার হয়ে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে নিয়ে বিনোদপুর চরেরকান্দি স্কুলের দিকে চলে যান।

ইস্কান মাদবর (৭০), প্রত্যক্ষদর্শী

ইস্কান মাদবর জানান, মাহমুদপুর বাজারে সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে দু'জন লোক আফজালকে জাপটে ধরে ''কোথায় পালাবি? যাবি কোথায়?" ইত্যাদি বলে পেটাতে থাকে। পরে আরো দু'জন লোক এসে ওই দু'জনের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি বলেন, তাঁরা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয়। তিনি জানান, তিনি তাদের কাছে আফজালকে পেটানোর কারণ জানতে তাঁরা একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁকেও বাড়ি মারেন। তিনি আরো বলেন, এর পর তিনি একটু দুরে দাঁড়িয়ে আফজালকে পেটানোর ঘটনা দেখেন।

নুরুল হক মাদবর (৫৩), প্রত্যক্ষদর্শী

নুরুল হক মাদবর *অধিকার*কে বলেন, ১৮ মার্চ ২০০৮ সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে মাহমুদপুর বাজারের মসজিদে যাওয়ার সময় তিনি দেখতে পান দু'জন লোক আফজালকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে লাথি মারছেন। তিনি বলেন, তাঁরা নিজেদেরকে র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেন। তিনি তাঁদের হাত থেকে আফজালকে ছাড়াতে গেলে তাঁরা তাঁকেও ঘুষি মারেন। তখন তিনি দুরে দাঁড়িয়ে আফজালকে পেটানোর ঘটনা দেখতে থাকেন। তিনি বলেন, আফজাল তাঁদের একজনের আঙ্গুল মোচড় দিয়ে ধরায় তিনি আফজালের বাম হাতের কনুই পা দিয়ে চেপে ধরে হাতটি ভেঙ্গে ফেলেন। নুরুল বলেন, আফজালের আর্তচিৎকারে লোকজন ছুটে এলে র‍্যাব সদস্যরা পিটিয়ে সবাইকে দুরে সরিয়ে দেন।

গণেশ সরকার (৪৭), পল্লী চিকিৎসক, মাহমুদপুর গ্রাম

মাহমুদপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক গণেশ সরকার *অধিকার*কে বলেন, আফজাল ছিলেন বিনোদপুর চরেরকান্দি এলাকার আওয়ামী লীগের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। তিনি বলেন, আফজাল তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ডাকাতি করতেন। গণেশ বলেন, ২০০৬ সালে একদিন রাত ১০.৩০টার দিকে আফজাল পেটের ব্যাথার ওষুধ নেওয়ার জন্য ঘরের দরজা খুলতে বলেন। আগে থেকে পরিচয় থাকার কারণে তাঁর স্ত্রী রিতা রানী সাহা দরজা খুলে আফজালকে ঘরের ভেতর বসতে বলেন, কিন্তু ঘরে ঢুকেই আফজাল পিস্তল বের করে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে জিম্মি করে ফেলেন এবং তাঁদের ঘরে নগদ টাকা যা আছে সব তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেন। গণেশ বলেন, প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর শাড়ীর আঁচল দিয়ে পেঁচিয়ে আফজালকে জাপটে ধরেন। তিনি বলেন, ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে আফজালের হাত থেকে অস্ত্রটি ছিটকে পড়ে যায় এবং এ সময় আশপাশের বাড়ীর লোকজন ছুটে আসতে শুরু করলে আফজাল ছুটে পালিয়ে যায়। ডাক্তার গণেশ বলেন, ওই রাতেই তিনি পালং থানাকে ঘটনাটি জানান এবং থানার ওসির পরামর্শে তিনি শরিয়তপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ৩-এ অস্ত্র আইনের ১৯/ক ধারায় আফজালের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি বলেন, এ মামলায় তিনি পর পর ৩ বার আদালতে যান, কিন্তু তার পর মামলাটির কী অবস্থা হয়েছিল, তা তিনি জানেন না।

মেজর সাহাদাৎ হোসেন, র‍্যাব-৮

মেজর সাহাদাৎ হোসেন *অধিকার*কে জানান, ১৮ মার্চ র‍্যাব আফজালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি *অধিকার*কে এএসপি কায়সার আহম্মেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

এএসপি কায়সার আহম্মেদ, র‍্যাব-৮

কায়সার আহম্মেদ *অধিকার*কে জানান, পালং থানা থেকে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের নামের তালিকা র‍্যাব-৮কে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ওই তালিকায় অস্ত্র মামলায় ১৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী হিসেবে আফজালের নামও ছিল। তিনি আরো বলেন, র‍্যাব-৮ আফজালকে গ্রেপ্তারের জন্য কয়েকবার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়। এএসপি কায়সার বলেন, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে তাঁর নেতৃত্বে র‍্যাব-৮-এর ৮ সদস্যের একটি দল অভিযান চালায়। তিনি বলেন, তাঁরা মাইক্রোবাস যোগে মাদারীপুর থেকে বিকাল ৫.০০টার দিকে শরিয়তপুরের বিনোদপুর চরেরকান্দি গ্রামে আফজালের বাড়ীর পিছনে প্রাইমারী স্কুলের কাছে পৌঁছান। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, আফজাল মাহমুদপুর বাজারে অবস্থান করছেন জানতে পেরে তাঁরা দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযান চালান। তিনি বলেন, এ্যাডভান্স গ্রুপে ছিলেন র‍্যাব সদস্য ডাব্লিউ, আনিছ, মকবুল এবং মাহবুব এবং ব্যাকআপ গ্রুপে ছিলেন তিনি এবং আজাদসহ আরো ৩জন র‍্যাব সদস্য। তিনি আরো বলেন, বিকেল ৫.১৫টার দিকে এ্যাডভান্স গ্রুপের সদস্য ডাব্লিউ ও আনিছ তাঁদের গাড়ী থেকে নেমে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে মাহমুদপুর বাজারে যান এবং সূত্রের দেওয়া তথ্য মোতাবেক মাহমুদপুর বাজারে আফজালকে সনাক্ত করে মোবাইল ফোনে বাকী সদস্যদের খবর দেন। এএসপি কায়সার বলেন, পরে মকবুল ও মাহবুব মাহমুদপুর বাজারে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং গ্রামপুলিশ হালিম সরদারের সহযোগিতায় সন্ধ্যা ৬.৩০টার দিকে তাঁরা আফজালকে নিয়ে বিনোদপুর চরেরকান্দি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পৌঁছান। তিনি বলেন, আফজালের কামড়ে ডাব্লিউয়ের দুই হাত দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। তিনি আরো বলেন, আফজাল আনিছের হাতের তালুতে কামড় দেওয়ায় আনিছ হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারছিলেন না। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, আফজালকে ধরতে গিয়ে এক পর্যায়ে মকবুলও হাঁটুতে ব্যথা পান। তিনি বলেন, আফজালকে গাড়ীতে রেখে তাঁরা আগে র‍্যাব সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরে রাত ৯.৪০টার দিকে আফজালকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মকবুল হোসেন, র‍্যাব-৮

র‍্যাব-৮-এর সদস্য মকবুল বলেন, গ্রেপ্তারের সময় আফজাল ৩জন র‍্যাব সদস্যকে কামড় দেন। তিনি বলেন, এক হাতে হ্যান্ডকাফ লাগানোর পরও আফজাল ছুটে পালানোর জন্য ধস্তাধস্তি করছিলেন।

শাহারিয়ার রহমান, পুলিশ সুপার, শরিয়তপুর

শরিয়তপুরের পুলিশ সুপার শাহারিয়ার রহমান *অধিকার*কে জানান, ১৮ মার্চ ২০০৮ রাত ৯.০০টার দিকে পালং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁকে জানান, র‍্যাব-৮ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আফজাল নামের এক আসামীকে তাঁদের হাতে হস্তান্তর করেছে। তিনি তখন ওসিকে ওই আসামীকে হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। তিনি বলেন, শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে আফজালের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ১৯ মার্চ ২০০৮ সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে পুলিশ পাহারায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ মার্চ ২০০৮ তারিখে আফজাল মারা গেলে তিনি ঢাকার শাহবাগ থানাকে ফোনে বিষয়টি জানান। পুলিশ সুপার বলেন, শাহবাগ থানা ২১ মার্চ ২০০৮ তারিখে আফজালের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে শাহবাগ থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এসআই দেলোয়ার হোসেন, শাহবাগ থানা, ঢাকা

আফজালের মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত অপমৃত্যু মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই দেলোয়ার হোসেন জানান, ২০ মার্চ ২০০৮ দুপুরে শরিয়তপুর পুলিশ সুপারের ফোন পাওয়ার পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আফজালের লাশ দেখতে পান। তিনি বলেন, ২১ মার্চ সকালে ঢাকা কালেক্টরেটের ম্যাজিস্ট্রেট লোকমান লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি আরো বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়নাতদন্তের পর দুপুর ১.০০টার দিকে তাঁরা আফজালের লাশ শরিয়তপুরে পাঠিয়ে দেন। এসআই দেলোয়ার বলেন, এ ব্যাপারে শরিয়তপুর পুলিশ লাইনের নায়েক মোঃ হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ২২, তারিখ ২০ মার্চ ২০০৮।

ডাক্তার মিজানুর রহমান, শরিয়তপুর সদর হাসপাতাল

শরিয়তপুর সদর হাসপাতালের ডাক্তার মিজানুর রহমান *অধিকার*কে জানান, ১৮ মার্চ ২০০৮ রাত ৯.৪০টায় র‍্যাব-৮-এর ৮জন সদস্য আফজাল নামে পালং থানার একজন আসামীকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করান। তিনি বলেন, আফজালের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তাঁর পায়ের গোড়ালির রগ কাটা থাকায় পায়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়নি, তাই তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। ডাক্তার মিজান বলেন, কয়েকজন র‍্যাব সদস্যের হাতেও কামড়ের দাগ ছিল।

এস.আই আবীর হোসেন, পালং থানা

আফজালের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পালং থানার এস.আই আবীর হোসেন *অধিকার*কে বলেন, মাহমুদপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক গণেশ সরকার বাদী হয়ে বিনোদপুর চরেরকান্দি গ্রামের আফজালকে আসামী করে ২০০৬ সালে শরিয়তপুরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ৩-এ অস্ত্র আইনের ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১৯/২০০৬; জিআর ৬৯/২০০৬। তিনি বলেন, ২০০৬ সালে ওই মামলা তদন্তকালে তিনি আফজালকে গ্রেপ্তার করে ১০ দিনের রিমান্ডে আনেন। রিমান্ড শেষে জামিনে নিয়ে ছাড়া পাওয়ার পর আফজাল তিনবার আদালতে হাজিরা দেন। এর পর তিনি আর আদালতে হাজিরা দেন নি। এসআই আবীর বলেন, ওই মামলায় তাঁর ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। তিনি বলেন, সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসাবে আফজালকে গ্রেপ্তার করার জন্য পালং থানা থেকে মাদারীপুরে র‍্যাব-৮-এর কাছে কাগজপত্র পাঠানো হয়।

ডাক্তার মমতাজ , ৩২ নম্বর ওয়ার্ড, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

আফজালের চিকিৎসক ডাক্তার মমতাজ *অধিকার*কে জানান, পুলিশের হেফাজতে আফজাল ১৯ মার্চ ২০০৮ রাত ৮.৩০টায় ৩২ নম্বর ওয়াডের ১৫ নম্বর বেডে ভর্তি হন। হাসপাতালে তাঁর ভর্তির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল ৭৭৫৫/৭৭; তারিখ ১৯ মার্চ ২০০৮। তিনি বলেন, আফজালের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত ছিল। তিনি আরো বলেন, পিটুনিতে আফজালের গলা ফুলে যাওয়ার কারণে খাদ্যনালী দিয়ে খাবার তাঁর পাকস্থলীতে প্রবেশ করেনি। ২০ মার্চ ২০০৮ তারিখ দুপুর ১.১৫টায় আফজাল মারা যান।

সেকান্দার আলী, লাশকাটার কাটার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সেকান্দার আলী *অধিকার*কে জানান, নির্যাতনের ফলেই আফজাল মারা যান। তিনি জানান, তাঁর উভয় পায়ের গোড়ালির রগ কাটার ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তাঁর মুখের মধ্যে লোহা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে খোঁচানোর কারণে মুখ ও গলা মাত্রাতিরিক্ত ফুলে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তাঁর ঘাড়টি বাম দিকে বাঁকানো ছিল, যা চেষ্টা করেও সোজা করা যায়নি। এছাড়া, তলপেটসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম ছিল।

-সমাপ্ত-